بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-১০/২০ | বৃহস্পতিবার, ২০ শাওয়াল, ১৪৩৯ হিজরী | ০৫/০৭/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জাতীয় বাজেট: জনগণের সম্পদ জবরদখলের উদ্দেশ্যে প্রতারণাপূর্ণ প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি
এই বাজেট কেবলমাত্র অভিজাত ও শাসক শ্রেণীর সম্পদ বৃদ্ধি করবে

২৮/৬/২০১৮, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জন্য ৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকার জাতীয় ঘাটতি বাজেট অনুমোদন করেছে। গত বছরের তুলনায় এবছরে বাজেটের কলেবর ১৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকতর বরাদ্দপ্রাপ্ত খাতসমূহ হচ্ছে: প্রযুক্তি ও মানব-সম্পদ উন্নয়ন (১৪.৬%), পরিবহন ও যোগাযোগ (১২%), সুদ পরিশোধ (১১.১%), ভর্তুকি ও প্রণোদনা (৭.১%) এবং স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন। ৫.৬% মূল্যস্ফীতিসহ ৭.৮% হারে জি.ডি.পি. প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বমোট ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে ১,২৫,২৯৩ কোটি টাকা। বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২,৯৬,২০১ কোটি টাকা, যা গত বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ৩১% বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (অউচ) জন্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৭৯,৬৬৯ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১২% অধিক।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গোড়াপত্তন হওয়ার পর থেকে জনগণ যে ধরনের গতানুগতিক বাজেট প্রত্যক্ষ করে আসছে তার ধারাবাহিকতা বর্তমান অর্থবছরেও অক্ষুন্ন রয়েছে। প্রতিটি বাজেট সাধারণ জনগণের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো আগমন করেছে, কারণ তাদেরকেই অভিজাত শাসক শ্রেণীর লুটপাট, অপরিণামদর্শীতা ও অযোগ্যতার খেসারত দিতে হয়েছে। বিগত বছরগুলোর মতো চাঁদাবাজির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এই নির্বাচনী বছরেও সরকার জনগণকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে আরেকটি সুশোভিত কিন্তু অন্তঃসারশূন্য বাজেট উপস্থাপন করেছে। বাস্তবতা হচ্ছে যে, এই বিশাল বাজেটে কাল্পনিক উন্নয়নের নামে জনগণের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে সরকারকে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। জি.ডি.পি. বৃদ্ধির মতো পুঁজিবাদী চিন্তার উপর ভিত্তি করে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে, যেখানে সম্পদের ন্যায্য বন্টনের কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মনে করা হয়, উচ্চ জি.ডি.পি. প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম সরকারী প্রকল্পসমূহের মধ্যেই জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই এটি একটি প্রতারণাপূর্ণ ধারণা, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই বিগত বছরগুলোতে উচ্চ হারের জি.ডি.পি. প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান দুর্দশার চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি। পুঁজিবাদী বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে কেবলমাত্র বৃহৎ পুঁজির জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সাধারণ জনগণকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে যোগ্য করে তোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি কোন নজর দেয়া হয় না। পরিশেষে, এই বাজেটে কেবলমাত্র উৎপাদন-কেন্দ্রিক পুঁজিবাদী দর্শনই প্রতিফলিত হয়েছে, যা জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশার মূল কারণ, এবং দেশের জনগণ এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজছে।

বাজেটে ৫.৬% মূল্যস্ফীতির প্রভাবকে স্বীকার করে নেয়া হলেও করমুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা (২.৫ লক্ষ টাকা) বর্ধিত করা হয়নি। অথচ রুগ্ন ব্যাংকিং খাতসহ কর্পোরেট করের পরিমাণ ২.৫% হ্রাস করা হয়েছে! প্রত্যক্ষ করের পাশাপাশি কষ্টকর ও বৈষম্যপূর্ণ ভ্যাট আরোপের ফলে জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আরও কমে আসবে। বৃহদাকৃতির বিলাসী ফ্ল্যাটসমূহের উপর ভ্যাটের পরিমাণ কমানো হয়েছে, কিন্তু ছোট আকারের ফ্ল্যাটের উপর ভ্যাটের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, যেগুলোর ক্রেতা মূলতঃ সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। এগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে সরকার সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের ব্যাপারে উদাসীন।

বিপুল পরিমাণ ভ্যাট ও করের ভারে যেখানে সাধারণ মানুষ জর্জরিত হবে সেখানে মাত্র ২৫টি ধনী পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রুগ্ন ব্যাংকিং খাতকে সাধারণ মানুষের আত্মসাৎকৃত অর্থসহ নিস্কৃতি দেয়া হবে! জনগণের লুণ্ঠনকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা না করে সরকার আবারও ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এসব ব্যাংকগুলোকে অব্যাহতি পাবার সুযোগ করে দিচ্ছে। এই বাজেটের আরেকটি দিক হচ্ছে সুদ পরিশোধের মাধ্যমে জনগণকে ঋণগ্রস্থ করে তোলার হারাম প্রক্রিয়া, যা ইসলামে গুরুতর পাপ হিসেবে বিবেচিত, এবং বাজেটে এই খাতে চতুর্থ সর্বোচ্চ ৫১,৩৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। হারাম ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যবহার করতে চায়, যার মাধ্যমে সুদখোর পুঁজিবাদীদেরকে উচ্চ হারে মুনাফা করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

এটা সহজেই অনুমেয় এই বাজেট ধনী ও গরীবের বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলবে, কারণ বাজেটের সুফল কেবল অল্প কিছু সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠী ভোগ করবে, এবং সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত কর ও মূল্যস্ফীতির বোঁঝা চাপিয়ে দেয়া হবে।

প্রয়োজনীয় সরকারী ব্যয়খাতসমূহে তহবিল যোগানের জন্য ইসলামে অনন্য অর্থনৈতিক বিধি-বিধান ও সার্বজনীন অর্থব্যবস্থা রয়েছে, এবং এসব বিধি-বিধানের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন নিশ্চিত করা হবে। ইসলাম সরকারকে জনগণের উপর কোন ধরনের আয়কর আরোপ করার অনুমোদন দেয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: "অন্যায় কর আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [আবু দাউদ]। ইসলামে ব্যয়ের খাত ও অগ্রাধিকার- উভয় বিষয়েই শারী'আহ্ দ্বারা নির্ধারিত, যা অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। জনগণের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে খলিফাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট জবাবদিহি করতে হবে, এবং প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য সম্পদের সঠিক বন্টনের বিষয়েও তিনি দায়িত্বশীল।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র অনুগ্রহে অতি শীঘ্রই খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, কারণ তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মুসলিমদের জন্য মনোনীত একমাত্র শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে খিলাফত, যা জনগণের মাঝে সম্পদের ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করবে এবং পুঁজিপতিদের সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ও অর্থনীতিকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যায় ক্ষমতার অবসান ঘটাবে। ইসলাম প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সম্পদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত করার দিকে ধাবিত করার মতো সকল ব্যবস্থা, চিন্তা ও প্রক্রিয়াকে বাতিল করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"...যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। এবং রাসূল তোমাদেরকে যা দেন - তা গ্রহণ কর; এবং যা নিষেধ করেন - তা থেকে বিরত থাক" [সূরা হাশর: ০৭]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ